শরৎ
পংক্তিমালা
শরৎ সংখ্যা, ১৪৩০

সম্পাদক
র. আমিন

সহ-সম্পাদক
কাজী মিরা

প্রচ্ছদ
সৃজন

প্রকাশক
সৃজন গ্রুপ, ঢাকা।

পরিবেশক
Amazon.com Inc., USA

সম্পাদকীয়

শরৎ হচ্ছে চমৎকার মেঘের ঋতু, শরৎ মানেই নদীর তীরে কাশফুল । শরৎ মানেই শুভতার সমারোহ। ‘‘শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি, ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।'' এভাবেই শরতের সৌন্দর্য উপস্থাপন করেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । শরৎ–এর চমৎকার মেঘ আর শুভ্র কাশফুলের মাঝে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস- শরৎ **সংখ্যা’ ১৪৩০।**

কবিতা

আমিনুল ইসলাম বাবু - ৫
কেমন করে বেঁচে আছি ?

রশিদ হারুন - ৬
হ্যালো ঢাকা

তাপসী দত্ত - ৭
সাদা মেঘের কাশফুল

উম্মে সামসাদ জেরীন - ৮
পূর্ণতার আভাস

শাহাব উদ্দিন আহমেদ - ৮
অনুক্ত কথা

সাফিকা জহুরা জেসী - ৯
ইতি মানেই শেষ নয় ----------------+++

শাহরিনা - ১০
অনুভব

কাজী মিরা - ১০
স্মৃতি

আকাশ চক্রবর্তী নির্ঝর - ১১
সঙ্গী

সীমা সরকার - ১১
শরতের সুর

সেতু নাঈম - ১২
জীবনের ইচ্ছেগুলো

রানা মাহামুদ জাহাঙ্গীর - ১৩
শরৎ এলো বুঝি

কথোপকথন

উম্মে সামসাদ জেরীন - ১৪
ইচ্ছেবতীর কাব্যকথা

গল্প

তাপসী দত্ত - ২১
আপনি যে নাম্বারে ফোন করেছেন তা এই মুহূর্তে ব্যস্ত আছে

র.আমিন - ২৩
উল্টোদেশ

পেইন্টিং - ২৭
রিপন মাহমুদ
অমিত বৈদ্য
আর করিম
সুজন দাস
টুটুল বদরুল আলম
আসমা আক্তার

ফটোগ্রাফি - ৩০
মহিউদ্দিন মাসুদ
আসিফ মাহমুদ
আহমাদুজ্জামান শোভন
সৃজন
শাহরিনা
কাজী মিরা

শরৎ উৎসব - ৩৩
শাহরিনা
নিপা তাজ
সাফিকা জহুরা জেসী
উম্মে সামসাদ জেরীন
সীমা সরকার
কাজী মিরা
আহমাদুজ্জামান শোভন

কবিতা

আমিনুল ইসলাম বাবু

কেমন করে বেঁচে আছি ?

কেমন করে বেঁচে আছি ?
এই সভ্যতায়? এই জীবনে ?
বেঁচে আছি নির্মল সবুজ
শ্যামলিমাহীন চারপাশে ?
যে নদীর জল টলমল করার কথা ছিলো
আজ তা দূষণে কাল আলকাতরার মতো,
যে সবুজ থাকার কথা ছিলো চক্ষুজুড়ে
তা আজ ইটভাটা আর ভুমি দস্যুদের দখলে,
সবুজ ধানক্ষেত আজ কলকারখানা
আর উঠতি শিল্পের দখলে,
উজাড় হচ্ছে বন, বনদস্যুদের কবলে
অথচ এই বন, এই ঘন শালবন, এই সবুজ,
এই ধানক্ষেত আমার মনকে করতো শীতল,
এই নদীর জল পান করে তৃষ্ণা মেটাতাম আমি,
এই শ্যামল তৃনক্ষেত্র, এই প্রিয় বনভুমি
কি অপার স্নিগ্ধতায় আমার বুক জুড়াতো।
এদের কল্যানস্পর্শে মুগ্ধ হতাম আমি,
সচল সজীব হয়ে উঠতো আমার মন
বর্ষনমুখর দিনে মনে খেলতো ঢেউ,
বিমুগ্ধ নয়নে উপভোগ করতাম বর্ষনধারা,
বৃষ্টির জলে পুকুরে ডুবসাঁতার
আহা, কোথায় হারিয়ে গেলো সব?
অথচ এদের আশ্রয়ে বেড়ে উঠেছি আমি
এদের কাছেই আমার অশেষ ঋন,
আজ কোথায় সব হারিয়ে গেছে?
এদের হারিয়ে আজ,
কেমন করে বেঁচে আছি আমি?
কেমন করে?

রশিদ হারুন

হ্যালো ঢাকা

হ্যালো ঢাকা,
হ্যালো, হ্যালো ,
শুনছো আমার কথা,
তোমার শহরের মতো
দিনভর ফোনে কোন না কোন বন্ধুর
অযথাই প্যাঁচালের মধুর যন্ত্রণা এই
মন্ট্রিয়াল শহরে একটুও নেই,
ধোঁয়া ওড়া চায়ের গন্ধের সাথে
বাতাসে ভেসে বেড়ানো সিগারেটের
নিকোটিনের গন্ধ নিতে এখানে কেউ
আমাকে একবারের জন্যও ডাকেনা।

এই মন্ট্রিয়ালে আমার ঘরের
দেওয়ালে মা বাবার ছবি ঝুলানো নেই
আছে মলিন হয়ে যাওয়া সাদা রঙের
পুরোনো দেয়ালের চাহনি।

মন্ট্রিয়াল শহরে দু'দিনেই আরো
কতোকিছু যে বদলে গেছে আমার
বুকের ভিতর !
আমার বাকীজীবনও চলে যাবে
এই বদলে যাবার হিসাব নিকাশে।

হ্যালো ঢাকা,
হ্যালো, হ্যালো,
শুধু তোমার শহরের সেই একই আকাশ,
একই চাঁদ
আর মাটিতে আমার একই ছায়া
মন্ট্রিয়াল শহরেও এখন আমার পাশে
হেঁটে বেড়ায়
পুরোনো বন্ধুর মতোই।

তাপসী দত্ত
সাদা মেঘের কাশফুল

শরতের এই বিকেলে জানি
তুমি জানাবে তোমার মনের কথা
আমার অপেক্ষার অবসান ঘটতে যাওয়া
স্নিগ্ধ সময়কে আজ বড়োই দীর্ঘ মনে হচ্ছে!
আমি ভালোবাসার সেই দূরের শব্দ গুলোকে
কাছে থেকে শুনবো আর হারাতে থাকবো তোমাতে!
তোমার হাতে আমার হাত! যেখানে আমি আস্থার আলোক
দেখতে চাই! সম্পূর্ণ নতুন করে!
আমি তাকিয়ে থাকি তোমার নেশা ধরা চোখে!
কিন্তু কেন! কালো কালো সমুদ্র চোখ দুটিতে আমি নেই!
সেই উদাস চোখ চেয়ে আছে
দূর নীল আকাশের ধবধবে সাদা মেঘে!
যেখানে কাশফুলগুলো যেন সাদা মেঘের মিতালি হয়ে
বাতাসে ঘন ঘন দোল খায়!

আমার মনও আটকে যায় সাদা সাদা টুকরো পৃথিবীতে!
জুড়িয়ে যাওয়া চোখ দুটো আর ফেরাতে পারি না!
সাদা মেঘের কাশ ফুল জানান দেয় পূজার আগমনী বার্তা!
দৌড়ে ছুটে চলা শৈশব! স্বচ্ছ আকাশ তলে পরিপূর্ণ জীবন!
তোমার হাতে আমার হাত!
তবুও আমরা দুজনেই হারিয়েছি
শরতের নীল ঝকঝকে আকাশে!
উড়ে চলেছি শুভ্র সতেজ কিশোরী মেঘের স্বপ্ন রাজ্যে
যেখানে খেলা চলেছে কাশ ফুল গুলোর সাথে!
মনের ভেতর একটা স্বপ্ন উঁকি দিয়ে যায়!
আজ বড় সাদা মেঘ হতে ইচ্ছে হয়!
স্বচ্ছ আকাশে উড়ে ঘুরে তোমার মন আটকে রাখবো!
নাকি ঐ নরম তুলতুলে কাশফুল তোমার অনেক কাছে!
ধরলেই হারাবে আমায়!
ঝরা পালকের মতো ঝরে যাবো
আর মেঘকে কাছে পেতে চাইলে রাখতে পারবে!
কালো মেঘের বর্ষণ হবে দীর্ঘ কাল!

তুমিই বল কি চাও নীল আকাশের সাদা মেঘ!
নাকি নদীর পাড়ের কবি মনকে
দোলা দেওয়া শ্বেতশুভ্র কাশফুল!
নইলে আমাতেই থাক!

উম্মে সামসাদ জেরীন
পূর্ণতার আভাস

আমার উপলব্দি,আমার দীর্ঘঃশ্বাস-
আমার অপূর্ণ জীবনে আজ পূর্ণতার আভাস।
কেটে যায় দিন,কেটে যায় রাত,
অকাল কৃষ্ণপক্ষ সম্মুখে দাঁড়ায়,
হানে বুকে- নির্মম আঘাত।
ছিলো যে অমোঘ অপূর্ণতা আর নির্ঘুম রাত,
কখনো যায়নি ছুঁয়ে স্বপ্নগুলো
নির্মল নিস্তব্ধ আকাশ।
জীবনের দায়দেনা আজ তাই ডানা ঝাপটায়,
অবসর নিয়েছে সব গাঢ় অনুভূতি- কিছু অতৃপ্ত বাসনায়।
দ্বিধান্বিত প্রেমে,ঠিকানাবিহীন পথে-
নিপীড়িত জ্যোৎস্নার দল-
দু'চোখে জ্বালায় রূপালী আলো,পূর্ণতার মশাল।
হারিয়ে যাওয়া ধুধু পথে- আর চলবেনা এ পা,
বিষিত বাতাসে পড়বেনা আর
আমার দীর্ঘঃশ্বাস।

শাহাব উদ্দিন আহমেদ
অনুক্ত কথা

অনুক্ত কথা অশ্রুত থাকে না,
রেষ তার রয়ে যায় চোখে,
আর মুখ অবয়বে।
হৃদয়ের না বলা কথা
থাকেনা না বলা,
হৃদয় বুঝে নেয় হৃদয়ের কথা।
হাতের একটু ইশারা অনেক কথা বুঝায়,
শত শত শব্দের চেয়ে,
চোখের তারায় কত সহস্র কথা ভেসে উঠে।
যে কথার অস্ফুট প্রতিধ্বনি
বাসা বাঁধে হৃদয়ের গহীনে,
বিলীন হয় না তা কভূ সময়ের ঘর্ষনে।
সময় পেরিয়ে যায় সময়ের নিয়মে,
অনুক্ত সে কথার আভা,
রয়ে যায় হৃদয় থেকে হৃদয়ে।

সাফিকা জহুরা জেসী

ইতি মানেই শেষ নয় -----------------------+++

ইতি মানে শেষ নয়, নতুন অধ্যায়ের রচনা;
পথ চলার দিক পরিবর্তন মাত্র!
জীবনের এক এক ধাপে এক এক পর্বের সমাপ্তি ঘটিয়ে
আবারও নতুন মোড়ের আয়োজন
কেউ জানেনা ঠিক এখন কোন কালের সূচনা;
শুরু নাকি সমাপ্তি
ফিকে হয়ে যাওয়া দেয়ালের পেইন্টের মতো
চামড়ায় ভাঁজ পড়তে শুরু করা বয়সে এসেও
নতুন করে পান্ডুলিপি সাজাতে হয়
থিয়েটারের পর্দায় সমাপ্তি দেখার পর থেকে শুরু হয়
মন্তব্যের পালা;
সন্তুষ্টি, অখুশি, সফলতা, ব্যর্থতা, সবকিছুর
কাউন্টডাউন শুরু হয় ঠিক তখনই!
এক চাহিদা পূরণের সাথে সাথে নতুন আরেকটা জন্ম নেয়
একটা বেলা ফুরোতে ফুরোতে আরেকবেলা নেমে আসে
ভালোলাগার মানুষ পরিবর্তন হতে পারে,
মন থেকে ভালবাসা বিলুপ্ত হয়না কখনোই
কেউ আঘাতে আঘাতে শক্ত হচ্ছে, কেউ সেই আঘাতেই ভেঙে পড়ছে,
তবুও সময় স্থির হয়ে থাকছে না
আত্মাবিহীন দেহটাকে মাটিচাপা দিয়ে আসার
সাথে সাথে শুরু হয় হিসেব নিকেশ,
কেউ জানেনা শেষ কোথায়

ইতি মানেই শেষ নয়
প্রত্যেক সমাপ্তির অতীত ইতিহাস নতুন করে চলার পথ
বদলে দেয় মাত্র;
চলতে হয়...তবুও চলতে হয়...
কেউ জানে না শেষ কোথায়
কেউ কি জানে শেষ কোথায়?

শাহরিনা
অনুভব

ভোরের ঐ আকাশ যেন
তোর হাসির ছোঁয়ায় হয়েছে নীল !
আচ্ছা বলতো, কেন মনে হয়
তোর হাসিতে
আমার স্বপ্নেরা হয় মশগুল !
তোর হাসিতে তরঙ্গ উছলে পড়ে তীরে!
তোর হাসিতে শুনতে পাই দখিনের সুর!
তোর হাসিতে খুঁজে পাই মেঘের অঝোর ধারা !
তোর হাসিতে মেঘপরীরা যেন
সাজিয়ে তোলে দূর দিগন্তে ঐ নীল নীলিমা !
এই যে, আবার হাসে !
কোনো হাসি নয়।
আমি জানতে চাই,
তুইও কী আমায় ভাবিস এমনি করে?
আমায় কী অন্তরে ঠাঁই দিয়েছিস আমার মত করে?

কাজী মিরা
স্মৃতি

শরৎ লগ্নে উড়ে চলেছে বলাকা
কাশঁফুলের নরম ছোঁয়ায়
দিগন্ত থেকে দিগন্তে।
হৃদয়ে দোলা দেয় –
সাদা মেঘের ভেলা
শরৎ সন্ধ্যায় –উকি দেয় শশী
মিজুরাম থেকে মেঘালয় –
হাতছানি দিয়ে ডাকে–সযতনে
পুষে রাখা একমুঠো ভালোবাসা।
মায়ায় বাঁধনে তুলে রেখেছি –
তোমার আমার কথোপকথনের
গাঁথার মালার স্মৃতিটুকু ।

আকাশ চক্রবর্তী নির্ঝর
সঙ্গী

আমায় শুধু তোমার বুকে থাকতে দিও,
আমায় তোমার মনের সুতোয় বেঁধে নিও।

কাজল চোখের মায়ায় আমায় আটকে রেখো,
আমায় তোমার কাছের মানুষ ভাবতে শেখো।

মাঝ নিশীথে আমায় নিয়ে স্বপ্ন দেখো,
আমায় তোমার কল্পনাতে জড়িয়ে রেখো।

আমি এখন একলা একা ছন্নছাড়া ভীষণ,
মনের ঘরের খুব উঁচুতে তোমায় দিয়েছি আসন।

তুমি হয়তো ভাবতে পারো হারিয়ে যাওয়াই স্বভাব,
তাঁরা কখনোই হারায় না যাদের ভালোবাসার অভাব।

তুমি আমার সেই অভাব মিটিয়ে দিও প্রিয়,
আমায় তোমার চলার পথের সঙ্গী করে নিও।

সীমা সরকার
শরতের সুর

শরত এলেই বুঝি
এক খুশির আমেজ গড়ে তোলে
চারিদিকে শিউলি ফুলের অপরূপ সুবাস
শরত এলেই বুঝি
মনে হয় তুমি এলে কি আনন্দে মন দোলে ,
প্রতিদিন ভোরের নরম মিষ্টি হাওয়ায়
উৎসবের গন্ধ হৃদ মন্দিরে সুর তোলে ।

বিলাসী হাওয়া, মেঘমুক্ত আকাশের মতন
ঋতুর এমন এক অপরূপ সৌন্দর্যে মনকে ব্যাকুল করে ,
শরতের সোনালী রৌদ্র, কাশফুল, শিউলি ফুলের সুগন্ধির তরে
প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের আরাধনায়
যেনো মাদকতা ঝরে পড়ে ,
শ্বেতশুভ্র কাশ ফুলের নৃত্যভঙ্গিমা,
দিগন্ত বিস্তৃত ধান ক্ষেতে রৌদ্র ছায়া খেলা করে ।

সেতু নাঈম

জীবনের ইচ্ছেগুলো

আমার ইচ্ছে করে তোমার জন্যে
অনেক কিছুই করতে,
তোমার জন্যে রাজি আমি
জীবন বাজিও ধরতে
হতাম যদি তোতা পাখি
তোমায় গান শোনাতাম,
বনময়ূরী হতাম যদি
নাচ তোমায় দেখাতাম।
তোমার ঘুম ভাঙাবার তরে
ভোরের আকাশ হতে রাজি,
তোমায় ঘুম পাড়াবার তরে
রাতের তারার রূপে সাজি।
নদীর ঢেউ যেমন ফেরে
কূলের তীরে তীরে,
স্বপ্ন আমার সব কিছুই তাই
তোমায় ঘিরে ঘিরে।
হাত জোড় করে প্রভূর কাছে
এই প্রার্থনা করি,
তোমার তরে জীবনের ইচ্ছেগুলো
যেন পূরণ করতে পারি।

রানা মাহামুদ জাহাঙ্গীর

শরৎ এলো বুঝি

সবে এই তো এবারের বর্ষা গেলো
শরৎ এলো মাত্র,
এরই মধ্যে শত শ্বেত শুভ্র কাশে
ভরলো মাটির গাত্র।

আকাশ থেকে চোখ গেলো মোর
নদীর ঐ পারে,
হঠাৎ দেখি অনেক কাশ ফুটেছে
মরা নদীর ধারে।

আকাশ থেকে মুখ নামিয়ে সবে
মাটির দিকে নুয়ে,
ভোরের বাতাসে কেমন কাশ দুলছে
চারিদিকে মাটি ছুয়ে।

পুচ্ছ তোলা ময়ুরের মতো কাশবন
যেনো এক শ্বেত কন্যে,
তুলছে যেনো পেখম কাশের চুড়া
কন্যের মাথার খোপার জন্যে।

প্রথম কবে যে ফুটেছে শুভ্র সেই ফুল
সেই শুধু তা জানে,
সকলের অগোচরে চুপিচুপি কাশ সে তার
খোপায় বেধে আনে।

ইচ্ছে তারে ডেকে বলি,
"ওগো কাশের মেয়ে,
আজকে আমার সার্থক যে দু'নয়ন
তোমার দেখা পেয়ে।"
"তোমার হাতেই বন্দী যে আমার মনের
ভালোবাসার আঁশ,
তাইতো আমি এই শরতে হ'লাম
তোমারই ক্রীতদাস।"

কথোপকথন

উম্মে সামসাদ জেরীন
ইচ্ছেবতীর কাব্যকথা

০১
ইচ্ছে: আজকে ইচ্ছেবতী তার কল্পনার কথা বলতে চায়। কাব্যের কি একটু সময় হবে?

কাব্যঃ ইচ্ছেবতী কি সবসময় কল্পনায় থাকবে, বাস্তবে আসার কি কোন ইচ্ছে নেই তার?
জীবনে বাস্তবতাও তো প্রয়োজন.... ইচ্ছে....!

ইচ্ছে: ইচ্ছেবতী যে তার কাব্যকে কল্পনায় ভালোবাসে।

কাব্যঃ আচ্ছা মেয়ে! বলোতো দেখি-তোমার কোন নামটা বেশি পছন্দ হয়েছে?
যে নাম গুলো আমি দিয়েছি তোমায়।

ইচ্ছে: নাম!নামে আর কী হয়? তবে হ্যাঁ সবগুলো নাম আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে কবি। একেক দিন একেক নামে সাজাই নিজেকে। কখনো অবুঝ কিশোরী, কখনো মেঘবালিকা, আবার কখনো ইচ্ছেবতী!

কাব্যঃ আচ্ছা মেঘবালিকা শিমুল ফুল ছুঁয়ে দেখেছো কখনো? মাত্র কয়েক দিনের অতিথি হয়ে আসে বসন্তে। আমি যদি তোমার জন্য শিমুল ফুল নিয়ে আসি। তুমি গ্রহণ করবে সেই ফুল?
না-কি আবার ফিরিয়ে দিবে সস্তা বলে? দেখোনা মানুষ কেমন তারে পথের পরে পায়ে দলে!

ইচ্ছে : হা হা হা! তুমি আমার জন্য শিমুল ফুল নিয়ে আসবে! বিশ্বাস হচ্ছে না কবি।

কাব্যঃ হাসছো যে, আমি কি আনতে পারিনা?

ইচ্ছে: কত বসন্ত আসলো আর গেলো, কত শিমুল ফুটে তুলো হয়ে উড়ে গেল বাউরি বাতাসে,মিলিয়ে গেলো আকাশ গঙ্গায়!

কাব্যঃ হেয়ালি করছো কেন?

ইচ্ছে :এই সব বাসন্তী আদিখ্যেতা আমার জন্য নয় কবি। বসন্ত কিংবা বৈশাখ, বছরের বারমাস আমার কাছে সমান।

কাব্যঃ বসন্তের পঞ্চমী তিথিতে শিমুল পলাশের পাপড়ি দিয়ে অনুভব করাবো তোমাকে। শব্দের আল্পনা মেখে আঁকবো তোমার ছবি, ডাকবো হৃদয়ের খুব কাছে। মোনালিসার মত অতটা সুন্দর না হোক,তবুও তো একটা অগোছালো ছবিটবি কিছু হবে!

ইচ্ছে: এত লোভ দেখিওনা না কবি! আমার দুয়ারে বসন্ত আসবে না কখনো। যতো অপেক্ষায় থাকবো ততোই উপেক্ষা পাবো। অনাদর আর অবহেলা এগুলা আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে জীবনজুড়ে,বনলতার মত। আর কাউকে জড়াতে চাইনারে,তারচে না হয় সবুজ লাউয়ের ডগার মতো কাব্যকলায় বেড়েই উঠি, নিজের কাছে নিজেই নিলাম তেপান্তরে ঘোড়ার ছুটি!

০২

কাব্যঃ~ আচ্ছা ইচ্ছে তুমি মহাকাল বিশ্বাস করো? আমরা এখন আটকে আছি মহাকালের মহা অমানিশায়, যেখানে তেপান্তরে ঘোড়ার ছুটি তোমার নেই, আমিও সেই ছুটি তোমাকে কখনোই দেবো না। আসছি আমি তোমার শহরে, মহাকালের ভালোবাসা হয়ে তোমার দুয়ারে, তখন কি ফিরিয়ে দিতে পারবে আমায়? আমারও তো মেঘবিলাস হতে ইচ্ছে হয়! ইচ্ছে হয়,মেঘবিলাস হয়ে মেঘবালিকার সব জমানো অভিমানগুলো জ্যোৎস্না দিবসের সাঝবেলায় আকাশে উড়িয়ে দেই।

ইচ্ছেঃ~ মিথ্যে ভালোবাসা, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার অভিমান ছুঁতে এসো না কবি! তোমার মিথ্যে কষ্টের অজুহাত গুলো নিয়ে দুরে থেকেই কাব্য করো,সেটাই বরং ভালো হবে তোমার জন্য। যদি বর্ষার ছাতা হতে না পারো- তাহলে বসন্তে ফুলের পাপড়ি মেলে লাভ কী?

কাব্যঃ~ জানো মেঘ...... আমি এখন রোজ বইয়ের ভাজে কাব্য লিখি; যার প্রতিটা অক্ষরে জমা হয়ে থাকো শুধু তুমি। রোজ একটা একটা করে চিরকুট জমাই তোমার জন্য। যেদিন আমাদের দেখা হবে, সেদিন তোমাকে দেওয়া আমার প্রথম উপহার হবে এই ভালোবাসার প্রীণন সাক্ষাৎ, অবশ্য যদি কখনও দেখা হয়..........!

ইচ্ছেঃ~ আচ্ছা কবি! তুমিই বলো- এরকমেই তো বেশ আছি,তাইনা? দেখা হওয়াটা কি খুব জরুরী? এইযে,ইচ্ছেবতী তার কাব্যের জন্য অপেক্ষা করছে,তার কল্পনায় কতো কতো কথার কাব্য জমিয়ে রাখছে, সেটাই কম কিসের! তুমিই বলো কাব্য......
আমাদের যতোবার শেষ কথা হয়, পরবর্তী কথা হওয়ার আগ পযর্ন্ত আমি অপেক্ষা করে থাকি; আমার এখন আর কষ্ট হয় না, এ অপেক্ষা যে কতো আনন্দের,কতো মধুর, সেটা তুমি অনুভব করতে পারবে না কবি!

কাব্যঃ~ কে বলেছে অনুভব করতে পারবো না ইচ্ছে.....! আমি তোমার দ্বারে রোজ চিঠি পাঠাই,শূন্যতার চিঠি। সে চিঠিতে শুধুই আমার নীলপদ্মের কথা থাকে। হা হা হা...তোমায় আরও একটা নাম দিলাম- 'নীলপদ্ম'। আচ্ছা পদ্ম... তোমার শূন্যতাগুলো আমায় দিতে পারো না? বিনিময়ে আমি তোমাকে ১০১টা নীলপদ্ম এনে দিব। কদম আর নীলপদ্ম নিয়ে এসে হিমু হবো। আর তুমি হবে হিমুর সেই রূপা। কবিতায় কবিতায় প্রেম নিবেদন করবো। চিরকুটের পাহাড় জমাবো! বৃষ্টির দিনে দ্বিতীয় প্রহরে ভিজবো দু'জনে।

ইচ্ছেঃ~ বাহ্! নীলপদ্ম....! আর কতো নাম দেবে আমায় কবি.....! আমার তো নীলপদ্মের চাওয়া নেই। তুমি যদি বর্ষা দিনে লাজুক হেসে শুকনো পাতাও এনে দাও আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে গ্রহণ করবো কবি। কোনো এক বর্ষার বিকেলে এসে যদি বলো- এই বর্ষায় নাহ্, একটা কদম ফুলও ফুটেনি। আমি যে দ্বিধাহীন ভাবে বিশ্বাস করে নেবো সে কথা। আচ্ছা কাব্য-কদম আর নীলপদ্ম ছাড়া কি হিমু হওয়া যায়না?

কাব্যঃ~ বেশ যায়। আমরা একরাশ পাগলামী নিয়ে উন্মাদ শ্রাবন উপভোগ করবো। আমি হেয়ালি করবো আর আমার মেঘবালিকার তাতে অভিমান হবে, আমি যে প্রহেলিকা! হেয়ালি ছাড়া যে আমার চলেই না! আর সেই সব হেয়ালি আমার অভিমানী মেঘের ঝুলিতে জমা রাখবো। তারপর! তারপর আমরা নিঃশব্দে মন বুঝবো;ভাব করবো। ইচ্ছে.... আমি চাই তোমার সাথে আমার মেঘবিলাসে দেখা হোক। সেদিন নীরবতা সাক্ষী থাকবে। আর আমি ভরা পূর্ণিমায় চাঁদের কাছে তোমার ভালোবাসা ভিক্ষে চাইবো। আমারও তো মাঝে মাঝে হিমু হতে ইচ্ছে হয়।
আমিও তো চাই! কোন এক অজানা শহরে কাব্যের ফেরি করতে। আমার জীবনে বসন্তের কোকিল হয়ে আসুক কোন এক অবুঝ কিশোরী। কেনো সবকিছু আটকিয়ে রেখেছো দুরত্বের বেড়াজালে? নিজেকে রেখেছো দূরের আন্তর্জালে?

০৩
ইচ্ছেঃ~ অনুভূতির বেড়াজালে না আমি খুব করে ফেঁসে গেছি। আমারওতো কোনো এক হিমুর 'রূপা' হওয়ার ইচ্ছে ছিলো; আমিওতো চেয়েছিলাম কোনো এক অজানা শহরের এক কাব্যপ্রেমিক বসন্ত হয়ে আসুক আমার জীবনে; আমার মেঘবালিকা হওয়ার ভীষণ শখ জানো কবি? তাইতো রোজ মেঘদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলি- সাঁঝবেলায় ব্যস্ত শহরের দিকে চোখ বুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলি! ভাবি কতটা পথের ওপারে আছো তুমি, দুরত্বও যে তবে বড় মিষ্টি হয় কবি!

কাব্যঃ~ আচ্ছা মেঘ, বলতে পারো আর কতোটা দুরে থাকলে তোমার মনে জায়গা পাবো? তোমার কাছে আসতে পারবো-বলো? ঘুম ভাঙতেই ভোরের সূর্যের মতো তুমি এসে পড়ো আমার সকালে, আড়মোড়া দিতেই তুমি এসে পর আমার আমের মুকুলে, ভরা তপ্ত দুপুরে। তুমি জড়িয়ে থাকো আমার শেষ বিকেলের গোধূলির সূর্য হয়ে। মায়াবী সন্ধ্যায় জোনাক পোকার জ্বলজ্বলে আলো আর চাঁদের জ্যোৎনা হয়ে আসো আমার নিশীথ ঘুমের উদ্যানে। আর তখন তোমাকে ভুলে থাকার জন্য একটার পর একটা সিগারেট পোড়াই... জীবনের স্বল্পমেয়াদী নাম দেই নিকোটিন!

ইচ্ছেঃ~ কবিদের এতো আবেগ থাকতে নেই। যদিও আবেগ ছাড়া কবি হওয়া যায় না, তবুও... জানো কাব্য!আমার ভালো লাগে না, এই যে, ঘরের বাইরে একনজর দেখতে যাওয়া, লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাকে খোঁজা কিংবা দেখা করা; সে সব নাহয় দূরত্বের বেড়াজালে আটকা পড়ে থাক; আমাদের নাহয় চিঠি প্রেম হবে, না দেখে কী চোখের ভাষা পড়া যায় না? মনটাকে বোঝা যায় না? ভালোবাসার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না? যদি নাইবা যায় তবে ভালোবাসলাম কই?ভালোবাসা হলো কই? আমিতো না দেখেই প্রেমে পড়েছি, না চিনেই তোমার অস্তিত্ব অনুভব করি, কবিতার মাঝে তোমাকে শব্দে শব্দে মনের আনন্দে সাজাই, ফুলের কাছে,পরীর কাছে- তোমার কথা বলি, না পেয়েও হারানোর ভয়ে কাতর থাকি ভীষণ! কী যে হলো আমার বলতে পারো কবি? বলতে পারো?

কাব্যঃ~ জানো মেঘ! আমি প্রতিদিন একটু একটু করে ফুরিয়ে যাচ্ছি নিকোটিনের ধোঁয়ার মতো, এই যে তোমায় না পাওয়ার ভীষণ যন্ত্রণা আমায় রোজ শেষ করে দিচ্ছে! তুমি কী কিছুই টের পাচ্ছ না? তুমি কী বুঝতে পারছো না তোমাকে আমি ঠিক কতটা চাই? তোমায় কাছ থেকে একটি বার দেখতে না পাওয়ায় ঠিক কত অপ্রকাশ্য অভিমান জমে আছে আমার ভেতর,তুমি কি তা বুঝতে পারছো না?

ইচ্ছেঃ~ বড্ড হাসালে... তুমি না প্রহেলিকা! তাহলে তোমার এতো যন্ত্রণা কিসের? আমি তো তোমাকে অজস্র যন্ত্রণা দিতে চাই ; ভালোবাসার, আদরের! ভালোবাসায় জ্বালিয়ে দিতে চাই তোমার হৃদয়। ভালোবাসার প্রেতাত্মা হয়ে ভর করতে চাই তোমার মনে, তোমার অস্তিত্বে। তখন পারবে সামলাতে কবি?

কাব্যঃ~ হা-হা-হা-হা। খুব পারবো! তুমি কি সত্যি বলছো মেঘ। তাহলে তাই করো। আমি যে আর অপেক্ষা করতে চাই না। আমি তোমাকে আদরের বানে ভাসিয়ে নিব সিন্ধু থেকে মহা সিন্ধুতে। তিব্বতের মালভুমিতে দাড়িয়ে তোমার কপালে টিপ পরাবো হিমালয়ের চূড়ায় লাগা সূর্যের লাল থেকে! মস্কোর ঘন্টা বাজিয়ে জানান দেব তোমার আমার প্রেমের কথা!

০৪

ইচ্ছেঃ~ [গান.. তোমার কাজল চোখে যে গভীর মায়া.....] রবীন্দ্রনাথ তার শেষের কবিতায় বলেছিলেন.."বেঁধে রেখে লাভ নেই, উড়তে দিয়ে দেখো, দিনের শেষে ফেরে যদি তখন আঁকড়ে রেখো" বুঝলে কবি...! তাইতো কোন বাধনে আর বাধতে মন সায় দেয় না আজকাল। আচ্ছা কাব্য, তোমার মনে আছে; আমাদের প্রথম আলাপের কথা। সেদিন তুমি আমাকে একটা গান শুনিয়েছিলে.....! আজকে না ভীষন........ না থাক!

কাব্যঃ~ থাকবে কেন, বলো মেঘ বালিকা। আমি শুনতে চাই তোমার সব অব্যক্ত কথা। কি হয়েছে আজকে তোমার? এইতো সেদিন কি মায়া ভরা কন্ঠে আমায় বলেছিলে "আর কিছু নয় কেবল তোমাকে চাই; তোমার হাতে হাত রেখে রাতের জোসনা উপভোগ করতে চাই। একসঙ্গে হাসতে চাই; একসাথে বাচতে চাই। তবে কি সবই মিথ্যে ছিল ইচ্ছে.....! সব কি শুধুই সান্ত্বনা!
দেখতে দেখতে কতগুলো মাস; কতগুলো বছর চলে গেল। তবুও একমুহূর্তের জন্যেও প্রথম আলাপের দিনটা ভুলতে পারিনি। তোমাকে প্রথম দেখতেই মনের অজান্তেই গেয়ে উঠেছিলাম সেই গানটা... (কি নামে ডেকে বলবো তোমাকে......)

ইচ্ছেঃ~ বিশ্বাস করো কবি; এইসব ভালোবাসার কথা শুনলে আমার ভিতরটা কেঁপে উঠে। তখন দু-চোখের ঝর্না অঝোর ধারায় ঝরতে থাকে। বুকের ভিতরটা ভীষন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। সময়ের বৃষ্টি নামলে মনটা কেমন যেন উতলা হয়ে যায়। মনখারাপের দলগুলো আমার পিছু ছাড়তেই চায় না। ঠিক তখনই খুব করে শুনতে ইচ্ছে করে তোমার কন্ঠে সেই গানটা; যেটা তুমি গাইতে বৃষ্টির দিনে।

কাব্যঃ~ (গানঃ আমার সারাটা দিন মেঘলা আকাশ) জানো মেঘ;... বৃষ্টির শব্দ শুনলে বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠে; মনে হয় তুমি যদি পাশে থাকতে! বৃষ্টিকেও তোমার মতো কতদিন হয় ছুঁয়ে দেখি না। বৃষ্টি নামলেই আমার মনের ভিতরের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। তোমাকে ভীষন ভাবে কাছে চাই কিন্তু পাই না। এমন করে আর কত যন্ত্রণা দিবে তুমি? বলো মেঘ….!

ইচ্ছেঃ ~ আজ আমার মনের আকাশে বড্ড মেঘ জমেছে কবি….! দু-চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় শ্রাবণ বইছে। দেখ না বৃষ্টি কেমন থামাতেই চাইছে না। বৃষ্টি নামলে আমার মনের উঠোনটা ভিজিয়ে যায়। তখন বারান্দায় গ্রিল ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে বৃষ্টি দেখি আর তোমাকে খুজি। কোথাও তোমাকে দেখতে পাইনা।

কাব্যঃ~ এইসব বৃষ্টিস্নাত রাত আমার জন্য ভয়ংকর, মেঘ,,,! তোমার বিরহে সিগারেট ফুকাতেও আর ভাল লাগেনা মেঘ-বালিকা!,,,, বড্ড তিতা লাগে। কতদিন হয় তুমিও ঠিকমতো কথা বলো না; এই সুযোগে জ্বলন্ত সিগারেট ; পুড়িয়ে অঙ্গার করে দিচ্ছে আমার ভিতরটা। আচ্ছা মেঘ! তুমি কি কখনোই বুঝবে না আমাকে। কতটা চাই আমি তোমাকে…..!

০৫ (শেষ পর্ব)
ইচ্ছেঃ বাহ্! এতো অভিমান কার জন্য শুনি….! আমার ঘুড়ি তো সবসময়ই তোমার আকাশেই উড়ে কবি। তুমি দেখতে পাওনা বুঝি….! গত রাতেও তোমায় খুব মনে পড়লো, এখনো পড়ছে,ভীষণ ভীষণ মনে পড়ছে।কিন্তু কই? তুমি দেখনা বুঝি!

কাব্যঃ তাই বুঝি!মাঝে মাঝে দেখতে পাই। সবসময় পাইনা। সব অভিমান ভুলে আমারও তো বড্ড ইচ্ছে করে তোমার নির্লিপ্ত কন্ঠস্বর শুনতে মেঘবালিকা! আমার মতই কি তোমারও মন পোড়ে? আমার কথা মনে হলেই তোমার দুচোখ জলে ছলছল করে ওঠে?ভীষণ কাছে পেতে ইচ্ছে করে আমায়? জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে? দুচোখ বন্ধ করতেই তুমি বুকের আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকো। চোখ খুলে দেখি,তুমি নেই। এমন মরীচিকার পিছনে আর কত ছুটবো বলো ইচ্ছে…?

ইচ্ছেঃ তুমি তো মনের কাছেই থাকো কবি, তবে ছুঁতে গেলেই কেন তুমি হারিয়ে যাও বারবার,কিন্তু কেনো? এ বুকে আজন্মের তৃষ্ণা নিয়ে আমি তোমার বিরহে দিন কাটাই,নির্ঘুম রাত জেগে এ মনে বাসনা সাজাই। তোমায় একটু ছুঁয়ে পেলেই বোধহয় আমার অস্থিরতা সব দূর হয়ে যেত। চারদিকে সবই দেখি। কিন্তু কই?তোমায় তো দেখি না কবি,,,? তুমি তো একই আকাশের নিচে থাকো। আমার আকাশে রোজ বৃষ্টি নামে–কালবৈশাখী ঝড় হয়,তোমার আকাশে কি একটুও ঝড় হয় না কবি....?

কাব্যঃ এ বুকে ঝড় বইতে শুরু করলেই তোমায় ভীষণ কাছে পেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে তীব্র আলিঙ্গনে টেনে নিয়ে প্রানভরে শ্বাস নিতে। কিন্তু সেই তুমিটাই তো আমার থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করো। কিন্তু কই? তোমার তো আমার মতো ইচ্ছে করে না ! তোমায় ছেড়ে দূরে থাকলেই আমার বড্ড যন্ত্রণা হয়! আর তুমি আমায় এড়িয়ে চলতে পারলেই যেন ভালো থাকো–ভীষণ ভালো থাকো মেঘবালিকা।

ইচ্ছেঃ আমারও তো ইচ্ছে করে সব অভিমান ভুলে তোমার খোঁজ নিতে। কিন্তু গুরুত্ব পেয়েই তো তুমি আমায় অবজ্ঞা করতে শুরু করে দাও কবি,,,,,। আর তখনই আমি থেমে যাই,অনেকটা পথ এগিয়ে আমি ফের থেমে যাই তোমায় ভেবে। তুমি সামনে দাঁড়াবে ভেবে আমি মুখ লুকিয়ে চেয়ে থাকি অপলক পথের দিকে।

কাব্যঃ তুমি সবসময়ই আমাকে ভুল বুঝলে মেঘবালিকা! আমারও ভীষণ ইচ্ছে হয় তোমার দেওয়া সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করে তোমার পিছে ছায়ার মতো লেগে থাকি। আর তোমায় নিয়ে নতুন নতুন কাব্য লিখি। পড়ন্ত বিকেলে তোমার কথা মনে হলে আমি চলতি পথে থেমে যাই। এই বুঝি তুমি আমার সামনে এলে! চিরচেনা সেই হাসিমুখ,পরনে শাড়ি,এলো চুল আর কপালে ছোট্ট কালো টিপে,মুগ্ধ অবয়বে।

ইচ্ছেঃ হাসালে কবি... শাড়ি... কালো টিপ.. এজন্মে আর কখনও পরা হবেনা আমার। আমার দিনগুলো এখন আর আমার নেই কবি! প্রতিবেশি দুঃখেরা ভাগ করে নিয়েছে,লুটপাট করেছে সব,সব! দক্ষিণের জানালার পাশে মাধবীলতার গাছটা বড্ড জ্বালায় আজকাল। আকাশ দেখার অভ্যাসটাও অনিয়ম করে দিয়েছে হাসপাতালের সাদা বিছানা। তাইতো নিয়ম গুলো আর নিয়ম মানে না কাব্য.....!

কাব্যঃ কি হয়েছে তোমার ইচ্ছে......! আর কতো গোপন করবে সবকিছু? কেন তুমি হাসপাতালে? কেন আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি না? আছে এর উত্তর তোমার কাছে? প্রকৃতি মানুষকে ভালো থাকতে শেখায় ইচ্ছে....! হতাশা জীবনের রং বদলে দেয়। সেখানে তুমি আমার সমস্ত সুখ আর আনন্দ কেড়ে নিও না। বলো আমাকে তোমার কি হয়েছে? আমি আসছি তোমার শহরে।

ইচ্ছেঃ হা-হা-হা-হা। আমার কিছু হয়নি কবি। তুমি এসো না! আমি বুঝেছি,তুমিও ভালো নেই!তোমার সময়টাও বোধহয় আমার সময়ের মতো থেমে গেছে!আমার জীবনের গতি থেমে আছে অনেকদিন হয়। প্রাপ্তিহীন জীবনে সব প্রাপ্তি তো তুমিই দিয়েছো কবি! কখনও হাসিয়ে মারো, আবার কখনও কাঁদিয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই ক্ষীণ করে দাও.....! আজ আর আমার কোন চাওয়া বা পাওয়ার কোন ইচ্ছেই নেই।

কাব্যঃ আমায় কাঁদিয়ে তুমিও হাসতে পারোনি! একা করে দিয়ে কোনো সঙ্গই তোমার মনকে স্থির রাখতে পারেনি আমি জানি! আমি থেমে যাই,তোমার মতো করে। তোমায় নিয়ে লেখা কোনো চিরচেনা কবিতায় আমি তোমাকেই খুঁজে বেড়াই,আমার কথা ভেবে তুমিও মন খারাপ করো?তোমার কাজল চোখের দিকে তাকিয়ে আমি দেখতে চাই,তুমিও কি ঐ নির্ঘুম চোখে কাজল লেপ্টে চোখের কালো দাগগুলো আড়ালে রাখো? তুমি যা কিছু দিয়েছো সবকিছুই তো আমার পূর্ণতা। তুমি যন্ত্রণা দিলে ভেঙ্গে পড়ি কাচের মতো বারবার। ভালোবাসলে চঞ্চল হয়ে উঠি মনের অজান্তেই।উছলে উঠি ভরা নদীর মতো!

ইচ্ছেঃ জানো কবি! আমি আজকে বড্ড নিঃস্ব! আমার এই নিঃস্ব জীবনে তোমার মাঝেই সব পূর্ণতা খুঁজে বেড়াই। আজকে ভীষণ লোভ হচ্ছে বেচেঁ থাকার। কিন্তু....! আমি যে, এই সুন্দর পৃথিবীতে কয়েকদিনের অতিথি মাত্র। এই স্বল্প সময়ের অতিথির এতো লোভ থাকতে নেই কবি......! রবীঠাকুরের শেষের কবিতার কয়েকটি লাইন ভীষণ মনে পড়ছে আজ.....

ফিরিবার পথ নাহি;
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু বিদায়।
হে ঐশ্বর্যবান
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান,
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু বিদায়।
সমাগত বর্ষাদিনে,বৃষ্টিবরণে-
ভালো থেকো কবি।

গল্প

তাপসী দত্ত

আপনি যে নাম্বারে ফোন করেছেন তা এই মুহূর্তে ব্যস্ত আছে

শুক্রবার-এ অফিস ছুটি থাকলেও কাজ থাকে পাহাড় সমান। সব থেকে কষ্টের কাজ কাপড় ধোয়ার প্রস্তুতি নিতেই সোমার মোবাইলের রিং টোন বেজে উঠে-
'যেখানে সীমান্ত আমার...... '
সাবানের ফেনা ভর্তি হাত ওড়নায় কোন রকম মুছে আসতে আসতেই লাইনটা কেটে যায়! ঘুরে বাথরুমে যেতেই আবার বেজে ওঠে! বিরক্তি নিয়ে ফোন ধরতেই কত চেনা নাম্বারটা চোখে আটকে যায়! - নিজের চোখ কেই বিশ্বাস করতে পারছেনা রঞ্জন এতো বছর পরে!

ফোনটা কানের কাছে ধরতেই রঞ্জন বলে ওঠে,
-১০ মিনিটের মধ্যে ফুলার রোডে চলে আয়, তোর সাথে দেখা করেই অফিসের কাজে ঢাকার বাইরে যাবো!
সোমা বলে ওঠে,
-আমার স্নান খাওয়া কিছুই হয়নি কিভাবে যাবো? একটু ত সময় দে!
-যেভাবে আছিস সেভাবেই চলে আয়!
প্রায় চার বছর পর দেখা কিভাবে যায়!
সোমা চিন্তা করতে করতেই স্নান সেরে রেডি হতে থাকে, প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার সুবাদে দ্রুত তৈরী হওয়াটা আয়ত্ত করতে পেরেছে সে! লেমন কালারের ব্লকের জামা সাথে একটা সবুজ টিপ পড়ে নেয়, ঠোঁটে ভ্যাসলিন চোখে হালকা কাজল! যেন মনে না হয় সেজেছে সে।

রঞ্জন ওর ভালো বন্ধু তাই ওর সামনে সাজগোছ করে যেতে খুবই লজ্জা লাগে সোমার। এতদিন পরে দেখা! বাসা থেকে দ্রুত রাস্তায় নেমে রিক্সা নিতেই ওদের শেষ দেখা, সেই না-ভোলা সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে! টিএসসিতে সেদিন রঞ্জনই সোমাকে ডেকেছিল, তার অপারগতার কথা জানিয়েছিল! বলেছিল ভাইয়ের পড়াশুনা, বোনের বিয়ে! বড় হিসেবে তার দায়িত্বের কথা!
সেদিন তারা পাশাপাশি বসলেও রঞ্জন সোমাকে জোর করে মুখোমুখি বসিয়ে ছিল! চাঁদের আলো পড়েছিল সোমার মুখে! সেদিনের সেই চোখে ছিল, রঞ্জনের জন্য ভালোবাসা, সম্মান, নিজের জন্য হারানোর কষ্ট, বিয়ের কথা বলার জন্য লজ্জা! আর অপেক্ষা করার দৃঢ়তা।
ওসব কথা মনে করতেই রিক্সাওয়ালার চিৎকারে বর্তমানে ফিরে আসে সোমা। রিক্সাওয়ালা প্রাইভেট কারকে গালি দিতে থাকে। দূর থেকে রঞ্জনকে দেখতে থাকে অনেক পরিণত, চোখে চশমা।
১৫ মিনিটের জায়গায় প্রাই একঘন্টা কিভাবে যে চলে যায়, এর মধ্যে রঞ্জনের গাড়ির ড্রাইভার দুই বার রাউন্ড দিয়ে যায় আসলে তাগাদা দেয়। রঞ্জন সোমার দিকে তাকিয়ে কি যেন খুজতে থাকে বলে,
- তুই কিছুটা পাল্টে গেছিস, এখন অনেক শান্ত।

বিদায় নেবার সময় কে আগে বিদায় নিবে এই নিয়ে বেশ মৃদু কথা কাটাকাটি হয়। শেষে সোমাকেই হার মানতে হয়। সোমাকে রিক্সা তুলে দিয়ে দূর থেকে সোমার চলে যাওয়া রঞ্জন দেখতে থাকে!

আজ সোমার মনে অনেক খুশী! সত্যিই তাহলে ভালোবাসা আছে, প্রেম আছে! এটা শুধু সিনেমাতে নয় বাস্তবেও হয়! সোমা খুশি ধরে রাখতে পারে না। একে একে তার বন্ধু- বান্ধব, বোন, অফিসের কলিগ সবাইকে এই কথা বলতে থাকে। তার অপেক্ষা স্বার্থক হয়েছে। তাদের ভালোবাসা সত্যি! ও যেন নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারছে না! রঞ্জনের বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, ভাইয়ের পড়াশোনা শেষ। একটা চাকরি পেয়ে যাবে!

রাতে ফোন করে রঞ্জন কে। ঠিক মতো পৌছালো কিনা জানার জন্য! খুবই নিরাসক্ত ভাবে কথা বলে,
- রঞ্জন।
কথা এগোয় না! পরের দিন আবার কল দেয়, দুই তিন বার কল দেবার পরে কথা হয় কিন্তু রঞ্জন বিরক্ত! কিছুতেই বিয়ের কথা বলতে পারে না সোমা। একদিন পরে দুপুরে কথা হয় দুই একটা কথা বলতেই রঞ্জন বিরক্ত হয়ে বলে,
-তুই বিয়ে করিস নি কেন? তোকে কি আমি অপেক্ষা করতে বলেছি ?
সোমা বলে,
- না!
-তাহলে! এতো কল করার কি আছে?
সোমা ভীষণ লজ্জা পায়। কল টা কেটে দেয়। দুইদিন পর আবার ফোন করে কিন্তু ব্যস্ত দেখায়। মনে করে কল কেটে দেওয়া ঠিক হয়নি কিন্তু সেই একই কথা,
-আপনি যে নাম্বারে ফোন করেছেন তা এই মুহুর্তে ব্যস্ত আছে, কিছুক্ষণ পরে আবার ডায়েল করুন।
সোমা প্রতিদিন ফোন করতে থাকে একই কথা! ওর বুঝতে অনেকদিন সময় লাগে আসলে রঞ্জন তাকে ব্লক করেছে! সারাজীবন নিজেকে সম্মান করা সোমা , নিজের পায়ে দাড়ানো সোমা, এই লজ্জার, এই বোকামির দোষ খুঁজে ফিরে সে-কেন হলো? নিজেকেই সে ছিঃ ছিঃ করতে থাকে! বন্ধু হয়ে কি করে ব্লক করে তাকে! যেখানে সবাই তাকে কত সম্মান করতো?

র.আমিন
উল্টোদেশ

ফুল একটি মেয়ের নাম, বয়স দশ কি বারো। বাবার হাত ধরে হেঁটে চলেছে। বাবা একটি অভিজ্ঞতার নাম, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ফুলকে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। শহরতলী পার হয়ে এগিয়ে চলেছে দুর্ভেদ্য পথে। রাস্তার দুপাশ দিয়ে সারিবদ্ধভাবে বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। বাবা দৃঢ় মনোবল নিয়ে এগিয়ে চলেছেন,কোনদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। চৈত্রের দুপুর-প্রচন্ড তাপে চারিদিকে গুমট একটা পরিবেশ।

- বাবা আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

ফুল প্রশ্ন করল।

- উল্টোদেশে যাচ্ছি মা।

বাবা জবাব দিলেন।

-বাবা উল্টোদেশ কি ?

-যেখানে সবকিছু উল্টো, বিশ্বের সব নিয়ম উল্টো। যেখানে আশা থাকলে হতাশারা আসে না, যেখানে সবাই সুখী।

আবার এগিয়ে চলেছেন বাবা। ফুল হাঁটতে পারছে না, খুড়িয়ে খুড়িয়ে খুব কষ্টে হেঁটে চলছে। কারণ সেই সকাল থেকে অভুক্ত অবস্থায় অবিরাম হেঁটে চলেছে। কোথাও হয়তো কিছুক্ষণ বিরাম।

-বাবা, আর পারছি না, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। এসো এই গাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম করি।

অদূরে একটি গাছের দিকে ইশারা করে অতিকষ্টে কথাগুলো বলল ফুল।

-না মা, আমাদের থামলে চলবে না। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছাতে হবে উল্টোদেশে।

দৃঢ়ভাবে বলল বাবা।

-আর কতদূর বাবা ?

-ঐ যে দূরে তালগাছটা দেখছিস, ওটা পার হলেই উল্টোদেশ।

তালগাছটা দেখিয়ে এগিয়ে চলেছেন বাবা। দু-একজন পথচারী পাশ কেটে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ হয়তোবা ফুলকে দেখে তাকিয়ে আছে । ধীরে ধীরে তালগাছের কাছাকাছি পৌছে গেল ওরা।

-বাবা খুব ক্ষুধা পেয়েছে।

-দাঁড়া মা, এখানে একটু বিশ্রাম করে নেই।

তালগাছের নীচে বসে পড়লেন বাবা।

তালগাছের ডালে চকখড়ি দিয়ে লিখলেন,'আমরা সুখের দেশে চলেছি।'

ফুল বাবার পাশে বসে পড়ল। তালগাছের ছায়ায় মিষ্টি বাতাসের লুকোচুরি, একটি বাবুই উড়ে গেল তালগাছের ডালে। দৃশ্যটা বাবা ও ফুল দুজনই দেখল আর মৃদু হাসল। মনে হলো দৃশ্যটার সাথে তারা একাত্ব হয়ে গেছে।

-বাবা আমার ক্ষুধা পেয়েছে।

ফুল কথাটি আবার পুনরাবৃত্তি করল।

-দেখ মা, কী সুন্দর বাবুই পাখি !

বাবা যেন ভুলাতে চাইলেন। কিছুক্ষন নিঃশব্দে কেটে গেল। তারপর বাবা ফুলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, দেখলেন-ফুলের চোখে জল। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন,

-মা একটু খাবার আছে, ওটা খেলে যে সব শেষ হয়ে যাবে।

-বাবা আমার ক্ষুধা পেয়েছে।

চিৎকার করে উঠল ফুল।
-আচ্ছা মা চিৎকার করিস না, আমি ভাবছি-বাকি পথ কি খেয়ে কাটাবি ?
বাবা ব্যাগ থেকে শেষ খাবারটুকু বের করলেন। দু-টুকরো পাউরুটি-ফুল নিমিষেই তা শেষ করে ফেলল। কিছুক্ষণের ভেতর উঠে দাঁড়ালেন বাবা ও ফুল। ফুলের পানি খাওয়া হয়নি, তাই পানির তেষ্টায় ছটফট করতে লাগল সে।
-বাবা পানি খাব। ফুল আবার চিৎকার করে উঠলো।
-দাড়া মা, ঐ যে সামনে শহরটা দেখছিস ওটাই উল্টোদেশ-ওখানে কত পানি ! কোন কিছুর অভাব নেই।
আবার হেঁটে চলছেন বাবা ও ফুল। ফুল আবার পূর্বের মতো খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছে। দুপুর গড়িয়ে এখন বিকেল। পড়ন্ত বিকেলের মিষ্টি রোদ এসে পড়েছে বাবা ও ফুলের চোখে মুখে। পাখিরা সব ঘরে ফিরছে। সন্ধ্যা হতে না হতেই ওরা পৌছে গেল নতুন শহরে। শহরে প্রবেশ করেই ওরা দেখল, শহরটা কেমন বেমানান ! গাছে গাছে অজস্র ফুল ও ফলের সমাহার, যেন অতি সযতনে অপেক্ষমান। চোখ ছোঁয়া-হৃদয় ছোঁয়া অপরূপ সব অট্টালিকা যেন আরব্য উপন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অথচ কোন জনমানব নেই। গাড়ি-ঘোড়ার কোন কোলাহল নেই।
কেমন নিস্তব্ধ ! যেন পাতালপুরীর রূপকথার সোনার কাঠি-রূপোর কাঠির দেশ। বাবা ও ফুল কিছুদুর এগিয়ে গিয়ে এক বাড়ির দরজার পাশে বসে পড়ল। নিস্তব্ধে কিছুক্ষণ কেটে গেল, ফুল ভয়ে কিছু প্রশ্ন করল না,ও দেখে অবাক হয়ে গেছে। এদিকে বাবার মুখ আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠেছে।
-মা আমরা উল্টোদেশে এসে পড়েছি।
-এটাই তাহলে উল্টোদেশ বাবা ?
-হ্যাঁ মা দেখছিস না, এখানে কোন কিছুর অভাব নেই। এখানে সবাই কত সুখী ! কেউ কারো সাথে হিংসা করে না।
-কিন্তু বাবা, এখানে মানুষ কোথায় ?
-আমিতো সে কথাটাই এতক্ষণ ভাবছি।
বাবার কথা শেষ হতে না হতেই এক লোককে দেখা গেল হেঁটে যাচ্ছে ধীরপায়ে। লোকটি সন্দেহ ভরা দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকাল। বাবা তাকিয়ে দেখলেন, এক কুৎসিত চেহারা তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে চাহনিতে যেন আদিম সমাজের চেহারা।
-কে তোমরা ? এত সকালে এখানে ? নিশ্চয়ই অন্য কোন দেশ থেকে এসেছ ?
ক্রোধান্বিত হয়ে কর্কশ স্বরে বলে উঠলেন লোকটি।
-জ্বী আমরা ভীনদেশী, তা এত সকাল বলছেন যে, সবে তো সন্ধ্যা।
ভয়ে ভয়ে বললেন বাবা।
-ভীনদেশের সকাল এদেশের সন্ধ্যা,আর এ দেশের সকাল ভীনদেশের সন্ধ্যা বুঝলে ?
লোকটি কথাটি বলে চলে গেলেন। ধীরে ধীরে চারদিকে যেন কোলাহল শুরু হলো।
গাড়ি-ঘোড়া চলতে শরু করল, দোকানপাট খুলতে শুরু করল, লোকজনের যাতায়াত শুরু হলো। কিছু পথচারী বাবা ও ফুলের দিকে তাকাতে তাকাতে পথ পার হচ্ছে।
-বাবা পানি খাব।
অস্থির ভাবে আবার বলে উঠলো ফুল।
-দাড়া মা, ঐ দোকানটায় গিয়ে পানি নিয়ে আসি।
বাবা অদূরেই একটি চা দোকান দেখে এগিয়ে গেলেন। ফুল বাবাকে অনুসরণ করল।

চা দোকানের আশেপাশে যত মনোহারী ও মুদীখানা দোকান, সব দোকানগুলোতে থরে থরে অজস্র দ্রব্যের সমাহার। প্রতিটি মানুষের দেহে দামী-দামী পোশাক, কোলাহলপূর্ণ সমস্ত শহর। বাবা অদূরেই এক দোকান মালিকের কাছে আবেদন করলেন,

-আমাকে একটু পানি দেবেন ভাই ?

-পানি ?

মুচকি হেসে দোকানী উল্টো প্রশ্ন করল।

-আমার মেয়ে ফুল পানি খাবে।

-একটু বসেন। কোন দেশ থেকে এসেছেন ? এখানে কিছু চাইলে পাওয়া যায় না। এখানে যা পাওনা, তা আদায় করে নিতে হয়। যার যত ক্ষমতা সে তত শক্তিশালী।

-তাই ? এটা কি উল্টো দেশে নয় ?

-হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

অট্টহেসে জবাব দিল দোকানী, হাসি থামিয়ে বলল,

-এখানে যে যত পাপ করে, সেই তত বেশী শক্তিশালী।

দোকানীর কথাগুলো ফ্যাল ফ্যাল করে শুনল বাবা ও ফুল। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে আসল দোকান থেকে। রাস্তায় এসে বাবা একমনে বিড় বিড় করতে লাগলেন, 'এটা কেমন উল্টোদেশ? এ উল্টোদেশ কি সুখের বদলে পাপের দেশ হয়ে গেল ? যে উল্টোদেশে শুধু সুখ আছে, সেখানে যেতে হবে।'

-বাবা পানি খাব।

ফুল আবার বাবাকে বলল।

-মা একটু সবুর কর। আমরা এখনও উল্টোদেশে এসে পৌঁছাইনি। আবার বেরিয়ে পড়ব আমরা।

-বাবা, আমি আর হাঁটতে পারছি না, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

ফুল কথাটি বলে বাবার হাত শক্তভাবে চেপে ধরল। বাবা যেন ফুলের কথা শুনতে পেলেন না। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন এক পথিকের কাছে,

-ভাই উল্টোদেশ কোনদিকে বলতে পারেন ?

-অ্যা ! আকাশে ।

বিরক্ত হয়ে পথিক জবাব দিল। বাবা আবার আরেকজন পথিককে প্রশ্ন করলেন,

-বাবা, উল্টোদেশ কোনদিকে বলতে পারেন, যেখানে সুখ আছে কিন্তু পাপ নেই।

-পাগল নাকি ? সেটা আবার কি ? আপনি কোন দেশ থেকে এসেছেন ?

রেগে পথিক উল্টো প্রশ্ন করল। ততক্ষণে আরও অনেক পথিক ঘিরে ধরেছে বাবা ও ফুলকে।

-কে আপনারা ? কোন দেশ থেকে এসেছেন ? বের করে দাও এদেরকে এ দেশ থেকে।

চিৎকার করে ওঠল অনেকে।

-ভাই, আমি উল্টোদেশে যেতে চাই, যেখানে সুখ আছে কিন্তু পাপ নেই।

অস্থির ভাবে বলে উঠলেন বাবা কথাগুলো।

-ভীনদেশী পাগলকে আগুনে পোড়াও।

চিৎকার করে উঠল একজন পথিক।

ধীরে ধীরে উল্টোদেশ থেকে বের হয়ে আসল ওরা। শহরের কোথাও একবিন্দু সাহায্য পেল না ওরা বরং দেখল মানুষের কুৎসিত চিত্র। এদিকে সারাদিন হেটে ফুল প্রায় অসুস্থ। আধবেলা পর্যন্ত পানি নেই পেটে। শহর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে রাত হয়ে গেল। আবার হাঁটতে শুরু করল উদ্দেশ্যহীনভাবে ওরা। ক্ষুধা ও ঘুমের স্বল্পতা আর হাটার পরিশ্রমে দূর্বল হয়ে পড়ল ফুল। কিছুদুর এগিয়ে শহরের বাইরে এক বাসা দেখতে পেল ওরা।

রাতের আধো আলোতে সদর দরজায় তালাবদ্ধ দেখা গেল। হঠাৎ ফুল চিৎকার করে বাবার হাতে দেহ এলিয়ে দিল। বাবা ফুলকে কোলে তুলে নিতে নিতে বললেন,
-কি হলো মা তোর ? কোন জবাব পাওয়া গেল না। বাবা ব্যস্ত হয়ে ঐ বাড়ির বারান্দায় আশ্রয় নিলেন। ফুলকে বারান্দায় শোয়ায়ে দিলেন।
-বাবা, পানি। পানি দাও না.....।
অতিকষ্টে কথাগুলো বলে উঠল ফুল।
-মাগো আর একটু সবুর কর।
কথাটা বলে উঠে পড়লেন বাবা। চারিদিকে চঞ্চলভাবে খুঁজে ফিরছেন পানি, কিন্তু কোথাও মানুষজন নেই, ঘরবাড়ি নেই, জলাশয় নেই। 'তাহলে উপায় ?' -আপনমনে বাবা বললেন।
পানি না পেয়ে বাবা আবার দৌড়ে এলেন ফুলের কাছে, দেখলেন ফুল ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবা দ্রুত ভাবলেন কি করা যায় ? অবশেষে নিজেকে শান্ত করার জন্য বললেন, 'ঠিক আছে, রাতটা কেটে গেলে একটা ব্যবস্থা হবে।'

....

পরদিন অনেক বেলা করে ঘুম থেকে উঠলেন বাবা। বাবা ঘুম থেকে উঠে দেখলেন- ফুল অঘোরে ঘুমাচ্ছে, সকালের মিষ্টিরোদ এসে পড়েছে ফুলের চোখে মুখে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন বাবা ফুলের মুখের দিকে, অজান্তেই চোখ ভিজে গেল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল উল্টোদেশের কথা।
ফুলকে বাবা মৃদু ডাকলেন,
-মা, ফুল। কোন জবাব পাওয়া গেল না, কিছুক্ষণ নীরবতা।
-ফুল ওঠ, অনেক বেলা হলো।
বাবা আবার আহ্বান জানালেন, অথচ কথাটির শুধু প্রতিধ্বনি হলো। এবারে বাবার যেন সম্বিৎ ফিরে এল, ফুলকে ধাক্কা দিয়ে বললেন,
-মা তাড়াতাড়ি ওঠ, আমাদের উল্টোদেশ খুঁজতে হবে।
তবুও কোন সাড়া নেই। বাবা ভয়ার্তভাবে আবার ডাকলেন,
-মা কি হলো?
কোন জবাব নেই। ফুলের দেহ কেমন যেন শীতল আর স্থির। মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে আছে। কিছুক্ষণ বাবা চিন্তা করলেন-হঠাৎ বাবা ফুলের বাহু নিজের হাতে নিয়ে, চিৎকার করে উঠলেন।
-মা, তুই কি...না-না-না, তুই মরতে পারিস না।
কথাটির বারবার প্রতিধ্বনি বাজতে লাগল বাবার কানে। দরদর করে বাবার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। অস্থিরভাবে ফুলের দেহের পাশে পায়চারী করতে লাগলেন। হঠাৎ পায়চারী থামিয়ে বাবা একদম স্থির হয়ে গেলেন, নির্বাক পাথরের মূর্তির মত কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিছুক্ষণ পর ফুলের দেহটা বুকের মাঝে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন,
-মাগো এ কি করলি তুই, পানির পিপাসায় শেষ পর্যন্ত....হে বিধাতা, একি বিচার তোমার ?
আবার কিছুক্ষণ নীরবতা।
-মা, তুই না উল্টোদেশে যাবি ? উল্টোদেশের সুখ খুঁজবি, যেখানে কোন পাপ নেই, অথচ মানুষ কত সুখী। পাগলের মত চিৎকার করে উঠলেন বাবা, ফুলকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আবার চিৎকার করে উদভ্রান্ত ভাবে সামনের দিকে এগোতে লাগলেন। বাবা চলেছেন সামনের দিকে, পথের পাশে কত বৃক্ষ, ঘরবাড়ি, যানবাহন। হঠাৎ বাবা অদুরেই দেখলেন সেই তালগাছ, তালগাছে সেই পূর্বের মত লেখা 'আমরা সুখের দেশে চলেছি।'

পেইন্টিং

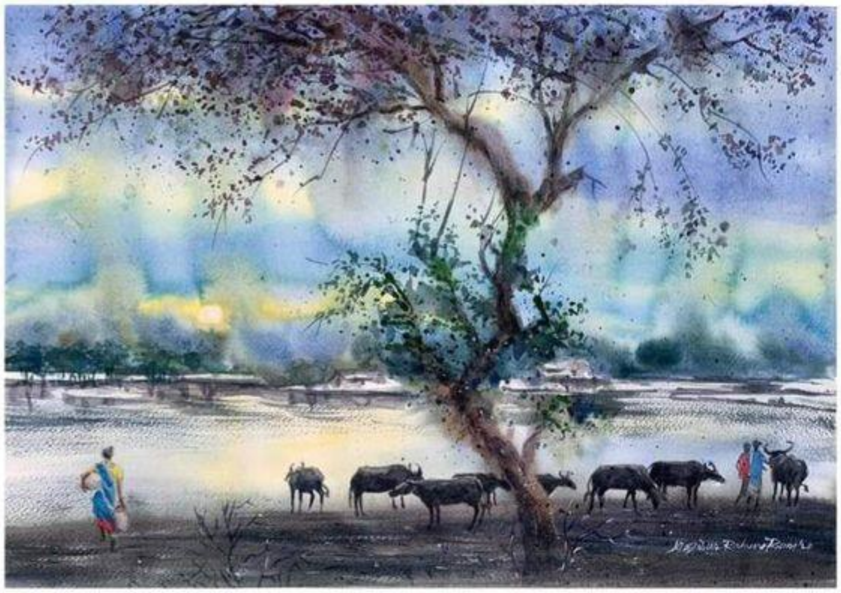

রিপন মাহমুদ

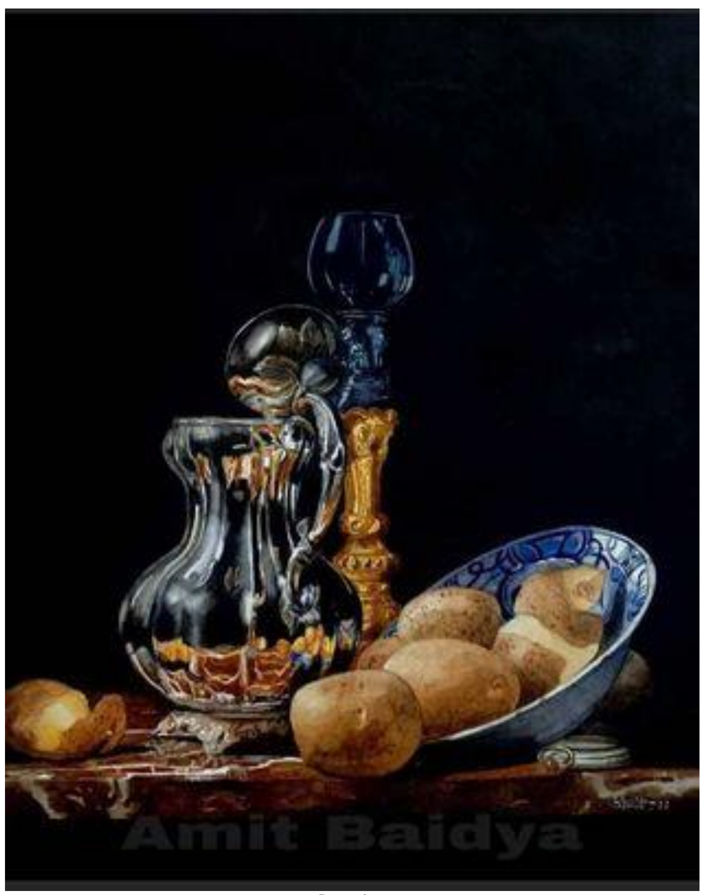

অমিত বৈদ্য

আর করিম

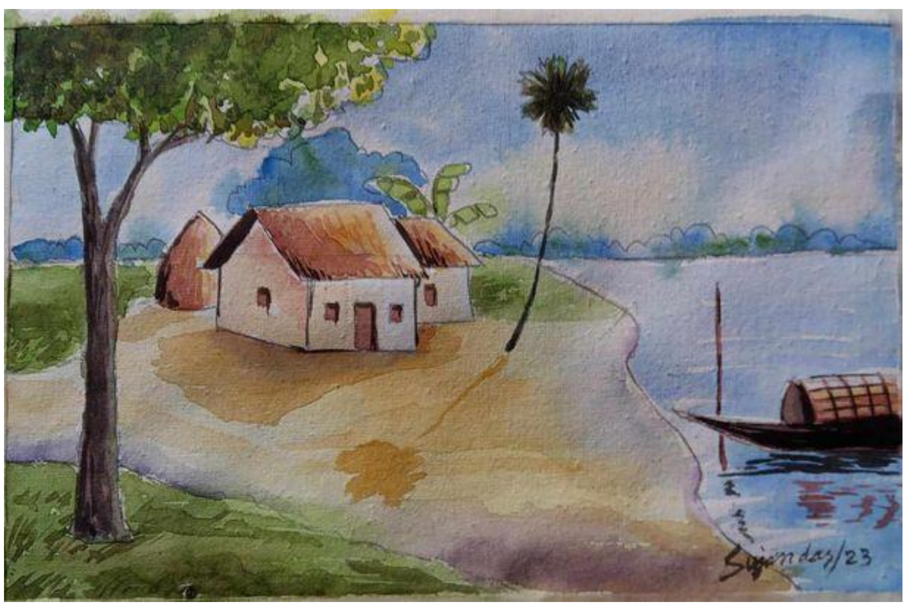

সুজন দাস

টুটুল বদরুল আলম

আসমা আক্তার

ফটোগ্রাফি

মহিউদ্দিন মাসুদ

আসিফ মাহমুদ

আহমাদুজ্জামান শোভন

সৃজন

শাহরিনা

কাজী মিরা

শরৎ উৎসব

শাহরিনা

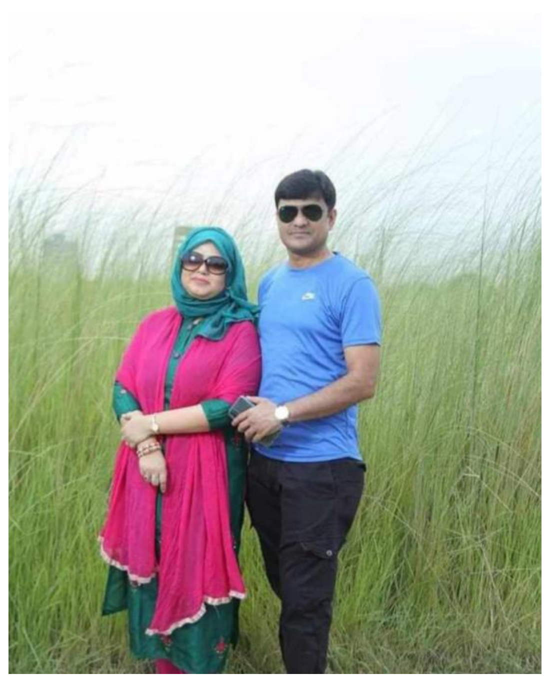

নিপা তাজ

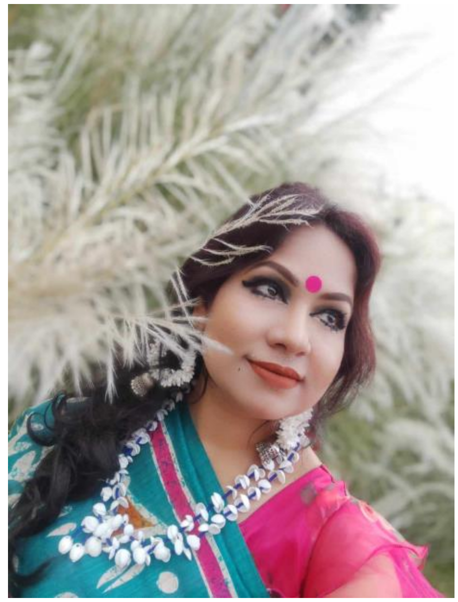
সাফিকা জহুরা জেসী

উম্মে সামসাদ জেরীন

ফারহানা সোয়েব

সীমা সরকার

কাজী মিরা

আহমাদুজ্জামান শোভন